ছোটদের আদব সিরিজ

সালাম ও সাক্ষাতের আদব

সত্যায়ন
প্রকাশন

২ সালাম দেবো বেশি বেশি

একদিন নবি বললেন, "একটি কাজ আছে, যা করলে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তোমরা কি তা জানতে চাও? সেটা হলো একজন আরেকজনকে বেশি বেশি সালাম দেওয়া।"

তাই সাহাবিরা একে অন্যের সাথে সালামের প্রতিযোগিতা করতেন। এমনই দুজন সাহাবি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু উমর ও তুফাইল ইবনু কা'ব।

একদিন তুফাইল দেখলেন, আবদুল্লাহ বাজারে গিয়ে সবাইকে সালাম দিচ্ছেন। অথচ কোনোকিছু কেনাবেচা করছেন না। সেদিন তুফাইলকেও সাথে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। তুফাইল বললেন, 'শুধু শুধু বাজারে গিয়ে কী করব?' আবদুল্লাহ বললেন, 'আমরা কেবল সালাম দেওয়ার জন্যই বাজারে যাব। যার সাথেই দেখা হবে, তাকেই সালাম দেবো!'

নবিজি বলেছেন, "যখন এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে সালাম দেয়, তার সাথে হাত মেলায়; তখন গাছের পাতা ঝরে যাওয়ার মতো তাদের গুনাহগুলো ঝরে যায়।" তাই সাহাবিরা বারবার সালাম দিতেন। একটি গাছ বা দেওয়ালের আড়ালে গেলেও আবার সালাম দিতেন।

আলোচনাটি সহীহ মুসলিম-এর ৫৪ এবং জামিউল উসূল-এর ৪৮৪৩ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১১ না জানিয়ে দেখতে আসা

একবার একলোক বিশ্রাম নিচ্ছিল তার ঘরে। এমন সময় দেখা করতে এল এক বন্ধু। ঘরে-থাকা-লোকটি তার ছেলেকে বলল, 'তুমি বলে দাও, আমি বাসায় নেই!'

ছেলেটি বলল, 'আব্বু বলেছে, আব্বু বাসায় নেই!'

একথা শুনে বাইরে-থাকা-লোকটি বুঝে ফেলল, তার বন্ধু বাসাতেই আছে, কিন্তু সে মিথ্যা বলছে! এতে সে রাগ করে চলে গেল। আর কিছুটা দুঃখও পেল। এভাবে দুজনের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গেল।

তাই সরাসরি বলে দেওয়াই ভালো, 'কিছু মনে করো না। আমি এখন ব্যস্ত! পরে তোমার সাথে দেখা করব, ইন শা আল্লাহ।'

কাউকে চলে যেতে বললে তারও উচিত খুশি মনে চলে যাওয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও', তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে...। (সূরা নূর, ২৪ : ২৮)

কাউকে না জানিয়ে দেখা করতে আসা ঠিক নয়। কারণ সবারই ব্যস্ততা থাকে।

হয়তো ভাবছো, কীসের এত ব্যস্ততা!

না! ব্যস্ততার কথা জানতে চাওয়াও ঠিক নয়।

১২

পরিচয় দেবো নাম বলে

একদিন জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এসে কড়া নাড়লেন নবিজির দরজায়।

নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “কে?”

জাবির বললেন, ‘আমি!’

এই জবাব শুনে নবিজি অখুশি হলেন।

তিনি বললেন, “আমি! আমি কে?”

তাই সাহাবিরা দরজায় শব্দ করার পর নিজেদের নাম বলতেন। যেন ভেতরের লোক বুঝতে পারে কে এসেছে।

দরজার ওপাশ থেকে পরিচয় জানতে চাইলে নিজের পুরো নাম বলবে। কারণ একজনের সাথে আরেকজনের কণ্ঠের মিল থাকে। তা ছাড়া এক-দু কথায় চেনাও যায় না। তাই শুধু ‘আমি’ বললে পরিচয় বোঝা কঠিন।

১৩

ইমাম হব না অতিথি হলে

একদিন মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) গেলেন তাঁর বন্ধুর বাড়িতে। সালাতের সময় তারা মসজিদে গেলেন। সালাতের ইকামাত দেওয়া হলো। তখন মুসল্লিরা ইমামতি করতে বললেন মালিককে। তিনি এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন বিনয়ের সাথে। আর বললেন, ‘আপনারা কেউ ইমামতি করুন!’

মালিক বললেন, ‘নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা কারও সাক্ষাতে গিয়ে ইমামতি কোরো না। তাদের মধ্যেই কোনো ব্যক্তি যেন ইমামতি করে।”

তাই কোথাও বেড়াতে গিয়ে নিজে থেকে ইমামতি করবে না।

আলোচনাটি সহীহ বুখারি-এর ৬২৫০ এবং আবূ দাউদ-এর ৫৯৬ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

২২ রাস্তায় বসারও আদব আছে

একদিন নবি ﷺ দেখলেন কয়েকজন সাহাবি রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলছেন। তিনি বললেন, "তোমরা রাস্তায় বসা ছেড়ে দাও।" সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, এখানে বসা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। এটাই আমাদের বসার জায়গা। এখানেই আমরা কথাবার্তা বলি।'

নবিজি বললেন, "যদি রাস্তায় বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার হক আদায় করবে।"

তারা বললেন, 'রাস্তার হক কী?' তিনি বললেন,

১. কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।
২. দৃষ্টি নামিয়ে রাখা।
৩. সালামের জবাব দেওয়া।
৪. ভালো কাজে আদেশ করা।
৫. মন্দ কাজে নিষেধ করা।

আরেকদিন নবি ﷺ বলেন, "আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। লোকটি রাস্তা থেকে একটি কাঁটাওয়ালা ডাল সরিয়ে দিয়েছিল। এই কাজে খুশি হয়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং জান্নাত দিয়েছেন।"

আলোচনাটি সহীহ বুখারি-এর ২৪৬৫ এবং সহীহ মুসলিম-এর ১৯১৪ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

১ সালামের শুরু জান্নাতে
২ সালাম দেবো বেশি বেশি
৩ সালাম দেবো পুরোপুরি
৪ সালামের জবাব দিতেই হবে
৫ ঘরে ঢুকব সালাম দিয়ে
৬ অমুসলিমের সালামের জবাব
৭ সালামের আদব
৮ সালাম দেবো আদব মেনে
৯ সাক্ষাতের আদব
১০ দরজায় কড়া নাড়ার আদব
১১ না জানিয়ে দেখতে আসা
১২ পরিচয় দেবো নাম বলে
১৩ ইমাম হব না অতিথি হলে
১৪ জুতা খুলে সাজিয়ে রাখব
১৫ বসার আগে অনুমতি নেব
১৬ সাক্ষাতে চোখ নামিয়ে রাখব
১৭ সাক্ষাৎ করব সময়মতো
১৮ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাব
১৯ রোগী দেখার আদব
২০ শোকার্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেবো
২১ কথা বলব সুন্নাহ মেনে
২২ রাস্তায় বসারও আদব আছে
২৩ সফরের আদব
২৪ পথ চলব আদবের সাথে

ISBN 978-984-8041-59-8

9 789848 041598 >

ছোটদের আদব সিরিজ
লেখক: এম.এ.ইউসুফ আলী, তানভীর হায়দার
সম্পাদক : ডা. শামসুল আরেফীন
শারঈ সম্পাদক: আবদুল্লাহ আল মাসউদ
উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ
গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২২
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳৮৫০

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ 88 ৩8১
sottayonprokashon

ছোটদের আদব সিরিজ

ইলম শেখার আদব

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

২ সঠিক নিয়তে ইলম শিখি

ইলম মানে দ্বীনের জ্ঞান, গভীর প্রজ্ঞা। কুরআন-হাদীসের জ্ঞান যিনি অর্জন করেন, তাকে আলিম বলা হয়। হাশরের ময়দানে একজন আলিমের বিচার হবে।

আল্লাহ তাকে বলবেন, "ইলম শিখে তুমি কী করেছ?"

সেই আলিম বলবেন, 'আমি নিজে ইলম শিখেছি, মানুষকেও শিখিয়েছি। আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়েছি।'

আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি ইলম শিখেছ যেন লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন পড়েছ যেন সবাই তোমাকে ক্বারী বলে। আর তা দুনিয়াতে বলাও হয়ে গেছে।"

এরপর তাকে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

বন্ধুরা, দ্বীনি ইলম শিখতে হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। নবিজি বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইলম শিখে নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য, অথবা আলিমদের ওপর বাহাদুরি করার জন্য, অথবা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, সে জাহান্নামি।"

তাই সবার আগে তোমার নিয়ত ঠিক করে নাও। তুমি ইলম শিখতে চাও কেন? টাকা-পয়সা কামাইয়ের জন্য? মানুষের বাহবা পাবার জন্য? আম্মু-আব্বুকে খুশি করার জন্য? নাকি আল্লাহকে খুশি করার জন্য? যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইলম শিখো, তবেই তুমি সফল।

আলোচনাটি তিরমিযি-এর ২৩৮২ এবং আবূ দাউদ-এর ৩৬৬৪ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১৩ খেলা ফেলে পড়তেন যিনি

অনেক দিন আগের কথা। সিরিয়ার একটি ছোট গ্রামের নাম নাওয়া। সেই গ্রামে বাস করত একটি বালক। একদিন বালকটি বই পড়ছিল সেতুর ওপর বসে। অথচ তখন ছিল খেলার সময়। তাই বালকটির বন্ধুরা তাকে খেলতে ডাকল। বন্ধুরা বলল, 'তুমিও আমাদের সাথে খেলতে চলো!' কিন্তু পড়া বাদ দিয়ে যেতে চাইল না বালকটি। তাই সে তার বন্ধুদের মানা করে দিলো।

তবুও বন্ধুরা খেলতে ডাকল বালকটিকে। এমনকি খেলার জন্য জোর করতে লাগল। এতে কেঁদে উঠল বালকটি। পড়া ফেলে কিছুতেই খেলতে যাবে না সে!

এই দৃশ্য দেখে এগিয়ে এলেন একজন আলিম। তিনি ছেলেটিকে দেখে অবাক হলেন। আর ভাবলেন, 'পড়ালেখার প্রতি এত আগ্রহ! নিশ্চয়ই সে একদিন অনেক বড় আলিম হবে!'

তাই তিনি গেলেন ছেলেটির বাবার কাছে। তিনি ছেলেটির বাবাকে বললেন, 'তোমার ছেলের যত্ন নিয়ো। হয়তো সে যুগের সেরা আলিম হবে।'

জ্ঞানী ব্যক্তির কথাই ঠিক হলো। সত্যিই ছেলেটি বড় হয়ে অনেক বিখ্যাত আলিম হলো। নাওয়া শহরের সাথে মিল রেখে তাকে ডাকা হতো ইমাম নববি নামে। তার পুরো নাম ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইবনু শারাফ (রহিমাহুল্লাহ)। হাদীসের অনেক বিখ্যাত কিতাব লিখে গেছেন তিনি।

আলোচনাটি তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ আল-কুবরা-এর (৮/৩৯৬) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১৫ কিতাবের প্রতি আদব

ইমাম শাফিয়ি তিনশ পুস্তিকার হাফেজ ছিলেন। একবার এক বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তখন এক ব্যক্তি বললেন, 'শাফিয়ির মুখস্থবিদ্যা হলো আমি যা মুখস্থ করেছি তার যাকাত পরিমাণ।' অর্থাৎ তিনি ইমাম শাফিয়ির চেয়ে চল্লিশগুণ কিতাব মুখস্থ করেছেন! কারণ যাকাত দিতে হয় চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ।

এ হিসেবে গণনা করে দেখা গেল, সত্যিই তিনি বারো হাজার কিতাব মুখস্থ করেছিলেন! তিনি হলেন বিখ্যাত ফকীহ ইমাম সারাখসি। তিনি জেলখানায় বসে স্মৃতিশক্তি থেকে অনেক কিতাব লিখেছিলেন। সারাখসির উস্তাদ ছিলেন হালওয়ানি। তিনি বলতেন, 'ইলম যতটুকু পেয়েছি আদব ও সম্মানের বরকতেই পেয়েছি। আমি তো কোনো কাগজও ওজু ছাড়া ধরিনি!'

আগের যুগের মনীষীগণ ইলমের আদবের বিষয়ে এমনই যত্নবান ছিলেন।

১. তারা হাদীসের কিতাবের ওপর অন্য কোনো কিতাব রাখতেন না।
২. কিতাবের চাইতে উঁচু জায়গায় বসতেন না।
৩. মাটিতে কিছু না বিছিয়ে কিতাব রাখতেন না।
৪. হাদীসের কিতাব টপকে যেতেন না।
৫. কিতাব হাতে ঝুলিয়ে হাঁটতেন না, বুকে চেপে ধরে হাঁটতেন।
৬. কিতাব পড়ার সময়েও আদবের প্রতি লক্ষ রাখতেন।

১

তুমিও তা-ই করবে। পড়ালেখার সময় কিতাব মেঝেতে ছড়িয়ে রাখবে না। টেবিলে রাখবে বা কিতাব রাখার জায়গায় রাখবে। সাবধান থাকবে যেন বইয়ের মলাট ছিঁড়ে না যায়। টেবিল গুছিয়ে রাখবে। এলোমেলো টেবিলে কি পড়ায় মন বসে?

২

কুরআন রাখবে সবার ওপরে। এরপর রাখবে হাদীসের কিতাব। এভাবে মর্যাদা অনুসারে বই সাজাবে। যে কিতাবে কুরআন-হাদীস যত বেশি, সেটা তত ওপরে রাখবে।

৩

বইখাতা খুলে রেখে কোনো কাজ করতে যাবে না। বইখাতাকে পাখা বানিয়ে কখনো বাতাস করবে না। বইখাতা দিয়ে মশামাছি তাড়াবে না।

৪

ওজু করে পরিষ্কার-নিরিবিলি জায়গায় বসে পড়ালেখা করবে। বারবার পড়া থেকে উঠে যাবে না। পড়ার ভান করে টেবিলে বসে থাকবে না।

৫

কারও কাছ থেকে কিতাব ধার নিলে সাবধানে ব্যবহার করবে। যেন নষ্ট হয়ে না যায়। পৃষ্ঠা ভাঁজ করবে না, কলম দিয়ে দাগ কাটবে না, বইয়ের পাতায় কিছু লিখবে না। কাজ শেষে বই ফেরত দিতে ভুলবে না।

মনে রেখো, 'যদি তোমার সবটুকু ইলমের জন্য বিলিয়ে না দাও, ইলম তোমাকে কিছুই দেবে না।'

আলোচনাটি সারাখসি, আল-মাবসূত-এর (১/৪৭-৪৮) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে
গল্পগুলো

১ সবকিছুরই আদব আছে
২ সঠিক নিয়তে ইলম শিখি
৩ আগে আদব, পরে ইলম
৪ যেন এক রাজকীয় মজলিস!
৫ ইলম শেখা যায় না ঘরে বসে
৬ ইমাম আহমাদের আদব
৭ আবূ হানীফার ইলম শেখা
৮ জরুরি ইলম মুখস্থ করো
৯ গুনাহ কমাও, স্মৃতিশক্তি বাড়াও
১০ বিনয়ী হও, ইলম শিখো
১১ ইলম শেখা যায় না একদিনে
১২ ধৈর্য ধরো, ইলম শিখো
১৩ খেলা ফেলে পড়তেন যিনি
১৪ মিলেমিশে ইলম শিখি
১৫ কিতাবের প্রতি আদব
১৬ ইলম অর্জনের আদব
১৭ ইলম শিখব উস্তাদের কাছে

ISBN 978-984-8041-59-8
9 789848 041598 >

ছোটদের আদব সিরিজ
লেখক: এম.এ.ইউসুফ আলী, তানভীর হায়দার
সম্পাদক : ডা. শামসুল আরেফীন
শারঈ সম্পাদক: আবদুল্লাহ আল মাসউদ
উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ
গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২২
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳৮৫০

সত্যায়ন
প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১
sottayonprokashon

ছোটদের আদব সিরিজ

আল্লাহর সাথে আদব

সত্যায়ন
প্রকাশন

কুরআনের প্রতি আদব

করণীয়

১ কুরআন পড়বে আল্লাহকে খুশি করার জন্য।

২ কুরআন পড়ার আগে ওজু করে কিবলামুখী হয়ে বসবে।

৩ শুদ্ধ উচ্চারণে সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করবে।

৪ তিলাওয়াতের আগে 'আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ' পড়বে।

৫ কুরআনকে পবিত্র ও উঁচু জায়গায় রেখে পড়বে। যেমন : রেহাল, বালিশ বা টেবিলে রাখবে।

৬ কুরআন পড়া শেষ করে শেলফে বা টেবিলে তুলে রাখবে। সাবধান থাকবে যেন হাত থেকে কুরআন পড়ে না যায়।

৭ অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করলেও নেকি পাবে। তবে আয়াতের অর্থ ও তাফসীরও জানতে হবে।

৮ আল্লাহ যা বলেছেন, তা নিয়ে চিন্তা করবে। জান্নাতের আয়াত এলে জান্নাত চাইবে। জাহান্নামের আয়াত এলে জাহান্নাম থেকে বাঁচার দুআ করবে।

৯ সাজদার আয়াত এলে সাজদা করবে।

১০ নিজের জীবনে কুরআনের আদেশ মেনে চলবে। অন্যকেও কুরআন শিক্ষা দেবে।

বর্জনীয়

১ মানুষের প্রশংসা বা খ্যাতি অর্জনের জন্য কুরআন পড়বে না।

২ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে না।

৩ ভুল উচ্চারণে কুরআন পড়বে না। নইলে অর্থ বদলে যাবে। ফলে সাওয়াবের বদলে গুনাহ হবে।

৪ ধীরেসুস্থে কুরআন পড়বে, তাড়াহুড়ো করবে না।

৫ বিছানা, কার্পেট বা মাটিতে কুরআন রাখবে না।

৬ কুরআন খোলা রেখে এদিক-ওদিক চলে যাবে না। কুরআনের ওপরে অন্য কোনো বইখাতা রাখবে না।

৭ কুরআন খোলা রেখে অন্য কথা বলবে না। জরুরি দরকার হলে কুরআন বন্ধ করে কথা সেরে নেবে।

৮ নিয়মিত তিলাওয়াত করবে। দীর্ঘদিন তিলাওয়াত না করা আদবের খেলাফ।

৯ কাছেই কেউ ঘুমিয়ে থাকলে বা সালাত পড়লে উচ্চস্বরে কুরআন পড়বে না।

১০ শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে কিংবা হাঁটার সময়েও তিলাওয়াত করতে পারো। তবে বাথরুম বা টয়লেটে কুরআন পড়বে না।

৯ চাইতে হবে আদব মেনে

একদিন নবি ﷺ মসজিদে বসে ছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে সালাত আদায় করল। সালাত শেষে লোকটি বলল, 'আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী! আল্লাহ আমাকে মাফ করো, আমাকে দয়া করো।' এটুকু বলেই সে চলে যাচ্ছিল।

নবিজি তাকে বললেন, "হে নামাজি, তুমি তো তাড়াহুড়া করলে। তুমি সালাত শেষ করে বসবে। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করবে, এরপর আমার ওপর দরূদ পড়বে। এরপর মন যা চায়, দুআ করবে।"

একটু পর আরেক ব্যক্তি এসে সালাত পড়ল সেখানে। সালাত শেষে সে আল্লাহর প্রশংসা করল, নবিজির ওপর দরূদ পড়ল। এবার নবিজি বললেন, "হে নামাজি, দুআ করো; আল্লাহ তোমার দুআ কবুল করবেন।"

নবি ﷺ বলেন, "তাড়াহুড়া করার আগ পর্যন্ত বান্দার দুআ কবুল হতে থাকে।" জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাড়াহুড়া করা মানে কী?' তিনি বললেন, "বান্দা বলে, আমি অনেক দুআ করেছি, কিন্তু আমার দুআ কবুল হতে দেখলাম না! ফলে তখন সে হতাশ হয়ে দুআ করা বাদ দেয়।"

তাই আল্লাহর কাছে চাইতে হবে আদব মেনে। দুআ করার সময় তাড়াহুড়া করবে না।

আলোচনাটি তিরমিযি-এর ৩৪৭৬ এবং বুখারি-এর ৬৩৪০ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১৬ আল্লাহর ঘর মসজিদের আদব

একদিন সাহাবিরা মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় একলোক এসে পেশাব করতে লাগল মসজিদের ভেতর! এটা দেখে সাহাবিরা বললেন, 'থামো! থামো!' কিন্তু নবি ﷺ বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও!" সাহাবিরা তাকে ছেড়ে দিলেন। লোকটা পেশাব শেষ করল! এরপর নবিজি তাকে বললেন, "এটা মসজিদ। পেশাব-পায়খানা করার জায়গা নয়। মসজিদ বানানো হয়েছে আল্লাহর যিক্‌র, সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।" এরপর একজন সাহাবি এক বালতি পানি নিয়ে এলেন। আর পেশাবের ওপরে পানি ঢেলে দিলেন।

মসজিদের কয়েকটি আদব

১

ওজু করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা

ওজু করে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে মসজিদে আসবে। দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে মসজিদে যাওয়া উচিত নয়। নবিজি বলেন, "পেঁয়াজ ও রসুন খেয়ে কেউ মসজিদে এসো না।"

২

আযানের জবাব দেওয়া

আযান শুনলে আযানের জবাব দেবে। মুআযযিন যা বলে, তুমিও তা-ই বলবে। তবে 'হাইয়া আলাস-সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল-ফালাহ' শুনলে বলবে, 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!'

৩

আযান ও ইকামাতের মাঝে দুআ পড়া

আযান ও ইকামাতের মাঝে দুআ করলে তা কবুল হয়।

৪

ধীরেসুস্থে মসজিদে যাওয়া

নবিজি বলেন, “ধীরস্থিরভাবে সালাতে আসবে। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যেটুকু সালাত পাবে আদায় করবে, আর যা ছুটে যাবে তা নিজে পড়ে নেবে।”

৫

মসজিদে প্রবেশের দুআ পড়া

বিসমিল্লাহ বলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে। নবির নামে দরুদ পড়ে
বলবে, ‘আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়াবা রহমাতিক!’
‘আল্লাহ, আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও!’

৬

প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করা

মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাআত সালাত পড়বে ও প্রথম কাতারে বসবে। নবিজি বলেছেন, “যদি লোকেরা প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার পুরস্কারের কথা জানত, তাহলে লটারি করে প্রথম কাতারে জায়গা বাছাই করত!”

৭

অন্যের ইবাদাতে বিঘ্ন না ঘটানো

মসজিদে এসে অযথা গল্পগুজব করবে না। তিলাওয়াত ও যিক্‌র-আযকার করবে নিচুস্বরে, যেন কারও সালাতে বিঘ্ন না ঘটে। লোক চলাচলের পথে সালাতে দাঁড়াবে না। সালাতরত কারও সামনে দিয়ে যাবে না।

৮

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ পড়া

বাম পা দিয়ে বের হবে। তখন বলবে,
‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক!’
‘আল্লাহ, আমি তোমার অনুগ্রহ চাই!’

আলোচনাটি সহীহ মুসলিম-এর ২৮৫ নং হাদীস এবং মুনযিরি-এর আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-এর (১/১৭৭) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে
গল্পগুলো

১ আল্লাহকে জানো, আদব মানো

২ আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন

৩ আল্লাহর প্রশংসা সব সময়

৪ ভরসা করো আল্লাহর ওপর

৫ আল্লাহ জানেন মনের খবর

৬ আল্লাহ আমাকে দেখছেন

৭ আল্লাহর নিয়ামাতের শেষ নেই

৮ আল্লাহর কিতাবের সাথে আদব

৯ চাইতে হবে আদব মেনে

১০ আল্লাহর কাছে চাওয়ার আদব

১১ আল্লাহর রাসূলের প্রতি আদব

১২ আল্লাহর দ্বীনের সাথে আদব

১৩ আল্লাহর সৃষ্টির সাথে আদব

১৪ প্রতিবেশীর প্রতি ছয়টি আদব

১৫ নিজের সাথে চারটি আদব

১৬ আল্লাহর ঘর মসজিদের আদব

১৭ জুমুআর দিনের আদব

ISBN 978-984-8041-59-8

9 789848 041598 >

ছোটদের আদব সিরিজ

লেখক: এম.এ.ইউসুফ আলী, তানভীর হায়দার

সম্পাদক : ডা. শামসুল আরেফীন

শারঈ সম্পাদক: আবদুল্লাহ আল মাসউদ

উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ

গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম

প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳৮৫০

সত্যায়ন প্রকাশন

ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১

sottayonprokashon

ছোটদের আদব সিরিজ

পোশাক ও পবিত্রতার আদব

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

৪ মেয়েদের জন্য লম্বা জামা

একদিন নবি ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।"

উম্মু সালামা বললেন, 'তাহলে মেয়েদের পোশাক কেমন হবে?'

নবিজি বললেন, "তারা পায়ের এক বিঘত নিচ পর্যন্ত পরবে।"

উম্মু সালামা বললেন, 'তবুও তো তাদের পা দেখা যাবে!'

নবিজি বললেন, "তাহলে তারা এক হাত পর্যন্ত লম্বা করে পরবে। এর বেশি লম্বা করবে না।"

বন্ধুরা, জুতা-মোজা পরলে এমনিতেই পা ঢেকে যায়। তখন বোরকা একহাত লম্বা না করলেও অসুবিধা নেই। আর পরপুরুষের সামনে মেয়েদের চেহারাও ঢেকে রাখতে হয়।

আয়িশা বলেন, 'আমরা ছিলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ইহরাম অবস্থায়। আমাদের পাশ দিয়ে অনেক কাফেলা যেত। আমাদের সামনে কোনো কাফেলা এলে, চেহারার ওপর ওড়না টেনে নিতাম আমরা। তারা চলে গেলে আবার তা সরিয়ে নিতাম।'

আলোচনাটি মুসনাদু আহমাদ-এর ২২৬৮১ এবং আবূ দাউদ-এর ১৮৩৩ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১২ পোশাক পরার আদব

করণীয়

১

কাপড় পড়ার সময়
এই দুআ পড়বে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا
(الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ
مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

২

কাপড় খোলার আগে বলবে, 'বিসমিল্লাহ!' তাহলে শয়তান ও দুষ্টু জিন তোমাকে কাপড় খোলা অবস্থায় দেখতে পাবে না।

৩

নতুন কাপড় পরার সময়
পড়বে,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ
كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ
وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

৪

কাপড় ও জুতা পরবে ডান দিক থেকে, আর খুলবে বাম দিক থেকে।

৫

পুরুষের সাদা জামা পরা ভালো, চোখে সুরমা দেওয়া সুন্নত।

৬

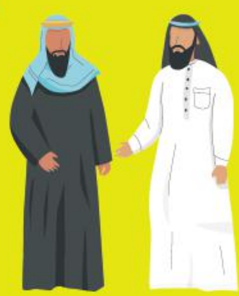

সুন্দর কাপড় পরবে আল্লাহর নিয়ামাত দেখানোর জন্য। অহংকার করে মানুষকে দেখানোর জন্য নয়।

৭

ছেলেরা দাড়ি বড় করবে, গোঁফ ছোট রাখবে।

৮

ছেলে-মেয়ে উভয়ে তাদের সতর ঢেকে রাখবে।

বর্জনীয়

১

ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরবে না। মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পরবে না।

২

শরীর দেখা যায় এমন পাতলা কাপড় পরবে না। টাইট জামা পরবে না।

৩

প্রাণীর ছবিওয়ালা জামা পরবে না। শরীরে উল্কি আঁকবে না। ভ্রু চাঁছবে না।

৪

মেয়েরা সুগন্ধি লাগিয়ে পরপুরুষের সামনে যাবে না। উটের কুঁজের মতো হিজাব করবে না।

৫

ছেলেরা গোড়ালির নিচে প্যান্ট, পায়জামা বা লুঙ্গি ঝুলিয়ে রাখবে না।

৬

পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও সিল্কের কাপড় ব্যবহার নিষেধ।

৭

বিধর্মীদের পোশাক পরবে না।

৮

ছেলেরা লাল, হলুদ ও গেরুয়া রঙের জামা পরবে না।

১৫ অপবিত্রতা থেকে সাবধান হই

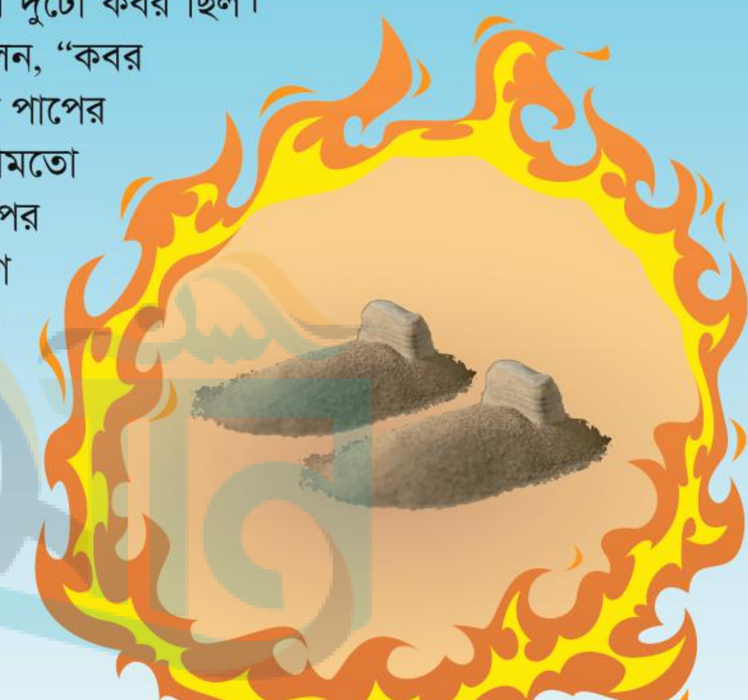

একদিন নবি ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় দুটো কবর ছিল। কবর দুটোতে আযাব হচ্ছিল। তিনি সাহাবিদের বললেন, "কবর দুটিতে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে এই শাস্তি বড় কোনো পাপের জন্য নয়। এদের একজন পেশাবের ফোঁটা থেকে ভালোমতো পবিত্র হতো না। আর অপরজন গীবত করত।" এরপর নবিজি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে দুইভাগ করলেন এবং কবর দুটির ওপর একটি করে ডাল পুঁতে দিলেন।

সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহর রাসূল, এটা কেন করলেন?'

নবি ﷺ বললেন, "আশা করি ডাল দুটো শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব কমানো হবে।"

আলিমরা বলেছেন, ওই লোকটি 'ইসতিবরা' করত না। মানে ভালোমতো পেশাব শেষ করত না। তাড়াহুড়া করে উঠে যেত। ফলে ওজুর পর পেশাবের ফোঁটা বের হত। এভাবে নাপাক অবস্থাতেই সে সালাত পড়ত।

নবি ﷺ বলেছেন, "কবরের অধিকাংশ আযাব হবে পেশাবের কারণে। তাই পেশাব থেকে সতর্ক থাকবে।"

আলোচনাটি সহীহ বুখারি-এর ২৫৬ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে
গল্পগুলো

১ প্রথম মানুষ, প্রথম পোশাক

২ পোশাক পরি, পর্দা করি

৩ ছেলেদের জন্য খাটো জামা

৪ মেয়েদের জন্য লম্বা জামা

৫ ছেলে-মেয়ের আলাদা জামা

৬ যে পোশাক অহংকার নয়

৭ যে পোশাক পরতে মানা

৮ স্বর্ণ শুধু মেয়েদের জন্য

৯ পুরুষের জন্য নয় রেশমের জামা

১০ সুন্দর পোশাক পরব, পরিপাটি থাকব

১১ চুল রাখার আদব

১২ পোশাক পরার আদব

১৩ ইসতিনজার আদব

১৪ আদব মানবো সবকিছুতে

১৫ অপবিত্রতা থেকে সাবধান হই

১৬ ওজু করে পবিত্র হই

১৭ গোসল করি পবিত্র হই

১৮ হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলার আদব

১৯ দশটি কাজ নিয়মিত করব

ISBN 978-984-8041-59-8

9 789848 041598 >

ছোটদের আদব সিরিজ

লেখক: এম.এ.ইউসুফ আলী, তানভীর হায়দার

সম্পাদক : ডা. শামসুল আরেফীন

শারঈ সম্পাদক: আবদুল্লাহ আল মাসউদ

উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ

গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম

প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳৮৫০

সত্যায়ন

প্র কা শ ন

ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১

sottayonprokashon

ছোটদের আদব সিরিজ

ঘুম ও খাওয়ার আদব

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

৪ ঘুমের আগে ওজু করি

নবি ﷺ ঘুমের আগে ওজু করতেন। তিনি বলেছেন, “যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন সুন্দরভাবে ওজু করবে। এরপর ডান কাতে শুয়ে বলবে,

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ
وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ
وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ
وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ
رَغْبَةً وَّرَهْبَةً إِلَيْكَ
لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ
آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ
وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

হে আল্লাহ, আমার জীবন আপনার কাছে সঁপে দিলাম!
আমার চেহারা আপনার দিকে ফিরালাম।
আমার সকল কাজ আপনার কাছে জমা দিলাম।
আমার পিঠ আপনার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলাম।
আমি আশা করি আপনার রহমত এবং ভয় করি আপনার শাস্তি।
আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয় নেই, মুক্তির কোনো স্থান নেই।
আমি ঈমান আনলাম আপনার পাঠানো কিতাবের ওপর
এবং নবির ওপর!

নবিজি বলেন, “এরপর এই রাতেই তোমার মৃত্যু হলে, ইসলামের ওপর তোমার মৃত্যু হবে।” বন্ধুরা, নবিজি ঘুমাতেন ডান দিকে কাত হয়ে। তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

“হে আল্লাহ, আপনার নামেই মরি,
আপনার নামেই জীবিত হই।”

আলোচনাটি সহীহ বুখারি-এর ২৪৭ ও ৬৩১৪ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

৮ উপুড় হয়ে ঘুমাতে মানা

একবার এক সাহাবি ঘুমাচ্ছিলেন মসজিদে নববিতে। তখন ছিল শেষরাত। হঠাৎ কে যেন মসজিদে ঢুকলেন। ওই সাহাবির পায়ে পা দিয়ে নাড়া দিলেন। আর বললেন, "ওঠো! এভাবে উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছ কেন? এভাবে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না।"

একথা শুনে ঘুম ভেঙে গেল সাহাবির। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, নবিজি তাকে একথা বলছেন। আর তিনিই তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছেন।

নবিজি ঘুমাতেন ডান দিকে কাত হয়ে। উপুড় হয়ে ঘুমাতে নিষেধ করতেন তিনি। আর চিৎ হয়ে ঘুমালে পায়ের ওপর পা রাখতে নিষেধ করতেন। উলঙ্গ হয়ে ঘুমানোও নিষেধ।

দুজন নারী বা দুজন পুরুষ একই চাদরের নিচে ঘুমাবে না।

কীটপতঙ্গ, পশুপাখি ও মানুষ চলাচলের রাস্তায় ঘুমাবে না।

খোলা ছাদে ঘুমাবে না।

আলোচনাটি আল-আদাবুল মুফরাদ-এর ১১৮৭ এবং আহমাদ, আল-মুসনাদ-এর ১৫১৮৪ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১০ খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয়

একদিন নবি ﷺ ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় একজন সাহাবি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার ঘাড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেছে! আর আমি কাটা মাথার পেছনে দৌড়াচ্ছি! এরপর সেটা উঠিয়ে আবার ঘাড়ে লাগিয়ে নিয়েছি!' একথা শুনে মুচকি হাসলেন নবিজি। সাহাবিকে বললেন, "খারাপ স্বপ্ন দেখলে কাউকে বলবে না। ঘুমের সময় শয়তান তোমাদের সাথে খেল-তামাশা করে।"

নবি ﷺ বলেছেন, "স্বপ্ন তিন প্রকার। ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে দুর্ভাবনা, আর আরেক প্রকার স্বপ্ন মানুষের মনের কল্পনা।"

বন্ধুরা, ভালো স্বপ্ন দেখলে বলতে পারো। তবে আলিম ও তোমার ভালো চায়, এমন মানুষ ছাড়া কাউকে বলবে না।

আর খারাপ স্বপ্ন দেখলে, চারটি কাজ করবে—

১ বামদিকে তিনবার হালকা থুতু ফেলবে।

২ বলবে, 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ-শাইত্বনির রজীম।'

৩ অন্যদিকে পাশ ফিরে ঘুমাবে।

৪ কাউকে সেই স্বপ্নের কথা বলবে না।

আলোচনাটি সহীহ বুখারি-এর ৭০১৭ এবং সহীহ মুসলিম-এর ২২৬৮ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

২১

মেহমানের আদব

১ হুট করে আসবে না, আগে জানিয়ে আসবে।

২ ঘুমের সময়, খাওয়ার সময় আসবে না।

৩ নির্দিষ্ট কোনো খাদ্য খেতে চাইবে না।

৪ কোনো খাবারকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। মেজবান যা দেবে, তা-ই খাবে খুশিমনে।

৫ মেজবান যেখানে বসতে দেবে, সেখানেই বসবে।

৬ বিনা অনুমতিতে কোনো আলমারি, বাক্স, ড্রয়ার খুলবে না। মেজবানের জিনিসপত্র ধরবে না।

৭ বিনয়ী-ভদ্র হয়ে থাকবে, পর্দা রক্ষা করে চলবে। অন্য ঘরে উঁকি মারবে না।

৮ কারও বাড়িতে তিনদিনের বেশি থাকবে না।

৯ খাওয়ার পর মেজবানের জন্য দুআ করবে।

মেজবানের আদব

১ মেহমানের সামনে দ্রুত খাবার পেশ করবে।

২ সাধ্যমতো ভালো খাবার খাওয়াবে।

৩ মেহমানের সাথে একসাথে খাবার শেষ করবে। আগেই উঠে যাবে না।

৪ খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই খাবার উঠিয়ে নেবে না।

৫ হাসিমুখে সুন্দর কথা বলে মেহমানকে খুশি রাখবে।

৬ মেহমানকে জাগিয়ে রেখে আগে ঘুমিয়ে যাবে না।

৭ মেহমানকে হাসিমুখে স্বাগত জানাবে। বিদায়কালে কিছুটা পথ এগিয়ে দেবে।

৮ মেহমান চলে যাবার সময় একদিন-একরাতের খাবার সাথে দিয়ে দেবে।

৯ বাড়িতে একসেট অতিরিক্ত বিছানা রাখবে, যেন মেহমান এলে আরাম করতে পারে।

এক-নজরে
গল্পগুলো

১ আল্লাহর নিরাপত্তায় ঘুমাতে যাই
২ ঘুমের আগে তিনটি সাবধানতা
৩ কেমন ছিল নবিজির ঘুম?
৪ ঘুমের আগে ওজু করি
৫ ইশার পরে রাত জেগো না!
৬ ফজরের পরে ঘুমিয়ো না!
৭ দুপুরে একটু বিশ্রাম নিই
৮ উপুড় হয়ে ঘুমাতে মানা
৯ যিক্‌র করি ঘুমের আগে
১০ খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয়
১১ ঘুমানোর আদব
১২ নবিজি খেতেন মাটিতে বসে
১৩ একসাথে খাই, বরকত পাই
১৪ বিসমিল্লাহ বলতে ভুলো না
১৫ হারাম খাবার খাবে না
১৬ মুমিন রাখে মেহমানের মান
১৭ খাবার খাওয়াতে লজ্জা নেই
১৮ দাওয়াত কবুল করার আদব
১৯ মেহমানদারি শিখি নবিজির কাছে
২০ পানাহারের আদব
২১ মেহমানের আদব, মেজবানের আদব

ISBN 978-984-8041-59-8

9 789848 041598 >

ছোটদের আদব সিরিজ
লেখক: এম.এ.ইউসুফ আলী, তানভীর হায়দার
সম্পাদক : ডা. শামসুল আরেফীন
শারঈ সম্পাদক: আবদুল্লাহ আল মাসউদ
উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ
গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২২
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳৮৫০

সত্যায়ন
প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১
sottayonprokashon

ছোটদের **আদব** সিরিজ

খেলাধুলা ও আনন্দ করার আদব

সত্যায়ন
প্রকাশন

১৪ ভালো বন্ধুর দশ গুণ

আগের যুগের এক নেকব্যক্তি তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বললেন,
'ছেলে আমার, যদি কোনো ব্যক্তির সঙ্গী হও তাহলে খেয়াল রাখবে, তুমি এমন ব্যক্তির সঙ্গী হবে—

১. যার খেদমত করলে সে তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে।

২. কিছু চাইলে সে তোমাকে দেবে।

৩. যার সাথে থাকলে তোমার চরিত্র উন্নত হবে।

৪. তুমি চুপ থাকলে সে তোমার সাথে কথা বলবে।

৫. খাদ্যের অভাব দেখা দিলে, সে তোমাকে খাবার দেবে।

৬. দুর্ঘটনায় সান্ত্বনা দেবে।

৭. তুমি তার উপকার করলে, সেও তোমার উপকার করবে।

৮. তোমার কথা বিশ্বাস করবে।

৯. তোমার ভালো কাজকে ভালো বলবে, আর মন্দ কাজে বাধা দেবে।

১০. কোনো কাজে একমত হলে তোমাকে দায়িত্ব দেবে,আর কোনো বৈধ বিষয়ে মতভেদ হলে তোমার কথাকেই প্রাধান্য দেবে।

আলোচনাটি আবূ বকর জাযায়িরি, মিনহাজুল মুসলিম-এর ১৫৭ নং পৃষ্ঠা অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১ কুস্তি লড়লেন নবিজি

রুকানা নামের এক পালোয়ান ছিল মক্কায়। সে ছিল ভীষণ শক্তিশালী। কুস্তিতে তাকে হারাতে পারত না কেউ। একদিন রুকানা কুস্তি লড়ার প্রস্তাব দিলো নবিজিকে।

রুকানা বলল, 'আমি হেরে গেলে তোমাকে একটি ছাগল দেবো!'

একথা শুনে এক আঘাতেই রুকানাকে মাটিতে ফেলে দিলেন নবিজি। হেরে গেল রুকানা!

রুকানা বলল, 'আরেকবার কুস্তি হোক!' নবি ﷺ দ্বিতীয়বার লড়লেন। এবারও একটি ছাগল জিতলেন। এভাবে মোট তিনবার লড়াই হলো। প্রতিবারেই রুকানা হেরে গেল। রুকানা বলল, 'আমি বাড়ি গিয়ে কী বলব? একটা ছাগল বাঘে খেয়েছে, একটা পালিয়ে গেছে, আর আরেকটা? আরেকটার বেলায় কী বলব?'

নবি ﷺ বললেন, 'আমি তোমার ছাগল পাওয়ার জন্য কুস্তি লড়িনি। তোমার ছাগল তুমি নিয়ে নাও।'

নবিজির উদ্দেশ্য ছিল রুকানার অহংকার ভুল প্রমাণ করা। যেন সে বুঝতে পারে তার চেয়েও শক্তিশালী মানুষ আছে। তাই তার বিনয়ী হওয়া উচিত।

ঘটনাটি আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ-এর ২১৯৮৭ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

২ উট ও ঘোড়া চালানোর আনন্দ

নবিজির একটি দ্রুতগামী উটনী ছিল। ওর নাম আদবা। কেউ ওর আগে যেতে পারত না। ওর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় কেউ জিততে পারত না। এটা নিয়ে মুসলিমরা খুব গর্ব করতেন। কিন্তু একবার এক বেদুইনের উট হারিয়ে দিলো নবিজির উট আদবাকে। সে দৌড়ে আদবার আগে চলে গেল। এটা দেখে মুসলিমরা দুঃখ পেলেন। তখন নবি ﷺ বললেন, “দুনিয়ার সব কিছুরই উত্থান-পতন আছে, এটাই আল্লাহর নিয়ম।”

উটের পিঠে চড়া ও উটের দৌড় প্রতিযোগিতা পছন্দ করতেন নবি ﷺ। সাহাবিরা এসব প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য।

নবিজি ঘোড়ার দৌড়ও খুব পছন্দ করতেন। একবার তিনি নিজেই একটি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ঘোড়াগুলো ছিল প্রশিক্ষিত। আর দৌড়ের দূরত্ব ছিল ছয় মাইল।

এসব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হতো। নবি ﷺ বলেছেন, “উট-ঘোড়ার দৌড় ও তিরন্দাজি বাদে অন্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার নেই।”

আলোচনাটি সহীহ বুখারি-এর ২৮৬৮, ৪২০ এবং তিরমিযি-এর ১৭০০ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

১৩ পাঁচ প্রকারের খারাপ বন্ধু

নবি-এর নাতি হুসাইন-এর ছেলের নাম ছিল যাইনুল আবিদীন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত তাবিয়ি। একবার তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, 'পাঁচ প্রকার মানুষের সাথে কখনো বন্ধুত্ব করবে না। কখনো তাদের সাথি হবে না!' ছেলে বলল, 'তারা কারা?' জবাবে যাইনুল আবিদীন বললেন, 'তারা হলো ফাসিক, কৃপণ, মিথ্যাবাদী, নির্বোধ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী!' ছেলে জানতে চাইল, 'এর কারণ কী, বাবা?' বাবা বললেন,

১

ফাসিক এক লোকমার চেয়েও কম মূল্যে তোমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে!

২

কৃপণের কাছে দরকারি জিনিস চাইলে পাবে না।

৩

মিথ্যাবাদী বন্ধু মরীচিকার মতো। সে দূরের জিনিসকে কাছে দেখায়, আর কাছের জিনিসকে দূরের করে দেখায়।

৪

নির্বোধ তোমার উপকার করতে গিয়ে ক্ষতি করে ফেলবে!

৫

আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত। আল্লাহর কিতাবের তিন জায়গায় তাদেরকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

যাইনুল আবিদীন আরও বললেন, 'যে তোমাকে খুশিমনে কিছু দিতে চায় না, সে কি কখনো বন্ধু হয়?'

আলোচনাটি মুখতাসারু সফওয়াতিস সফওয়া-এর ১৩৩ নং পৃষ্ঠা অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে
গল্পগুলো

১ কুস্তি লড়লেন নবিজি
২ উট ও ঘোড়া চালানোর আনন্দ
৩ হাঁটা ও দৌড়ানোর আনন্দ
৪ সাহাবিদের সাথে নবিজির খেলা
৫ নবিজির প্রিয় খেলা
৬ খেলাধুলা করব আদবের সাথে
৭ নবিজি যেভাবে মজা করতেন
৮ বেহুদা হাসাহাসি করার বিপদ
৯ হাসি-তামাশারও আদব আছে
১০ বন্ধুকে ভালোবাসি আল্লাহর জন্য
১১ দুই বন্ধুর দুই পরিণতি
১২ বন্ধু যখন দুঃখের কারণ!
১৩ পাঁচ প্রকারের খারাপ বন্ধু
১৪ ভালো বন্ধুর দশ গুণ
১৫ মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আদব
১৬ বন্ধুর প্রতি করণীয়-বর্জনীয়
১৭ আমাদের ঈদ, আমাদের উৎসব
১৮ ঈদের দিনের আনন্দ
১৯ ঈদের দিনে করণীয়
২০ ঈদের দিনে বর্জনীয়
২১ দাওয়াত খাওয়াই, আনন্দ পাই

ISBN 978-984-8041-59-8

9 789848 041598 >

ছোটদের আদব সিরিজ
লেখক: এম.এ.ইউসুফ আলী, তানভীর হায়দার
সম্পাদক : ডা. শামসুল আরেফীন
শারঈ সম্পাদক: আবদুল্লাহ আল মাসউদ
উৎস নির্দেশ : আসাদ আফরোজ
গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২২
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳৮৫০

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুঠোফোন: ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪১
sottayonprokashon